মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	**০২**	**০৩**	**০৪**	**০৫**	**০৬**	**০৭**	**০৮**
০১।	৪৮টি	৪৯টি	২২টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২২)	১২টি (ক্রমিক নং-২৩ হতে ৩৪)	৬টি (ক্রমিক নং- ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭)	৯টি (ক্রমিক নং- ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৪৯)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪৮টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৪৯টি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (সমাপ্ত প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তাব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
২।	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২.৮৬৩ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)'' এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৩।	''জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা'' (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** জামালপুর জেলা শহরকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণসহ ৫.৬৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ১৬টি রেগুলেটর/স্লুইচ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।
		৩০/০৬/২০১৭ (প্রস্তাবিত)	এডিপিভুক্ত ৪৮৯.৪৯	প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে।	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮০%** জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে ৪৮৯.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে "যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পযর্ন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পযর্ন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। **মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১০/০২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রনালয়ে পাওয়া গিয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণের জবাব পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হয়েছে।**
৪।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/২০১০)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ৩.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে ১১৩.০০ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিএনডি প্রকল্পটির অভ্যন্তরে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, শিল্প কলকারখানা ইত্যাদি নির্মিত হওয়ায় বাপাউবো কর্তৃক সেচ প্রকল্প হিসাবে আর পরিচালনার সুযোগ না থাকায় ডিএনডি সেচ প্রকল্পটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ) /নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন / ঢাকা ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে গত ১৮/০৯/২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনকালে ঢাকা ওয়াসা পত্র মারফত মত পেশ করেন যে, "DND এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরন কার্যক্রম আগামী জানুয়ারী ২০১৫ হতে ঢাকা ওয়াসার নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে"। এরই ধারাবাহিকতায় বাপাউবো প্রকল্প হস্তান্তরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						অনুযায়ী ডিএনডি প্রকল্পে বাপাউবোর জায়গা জমি , সেচখাল, সিভিল স্থাপনা, পাম্প হাউজসহ যাবতীয় স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন হয় এবং একটি সমঝোতা স্মারক (খসড়া) প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু, পরবর্তীতে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রেরিত পত্রে (স্মারক নং-৪৬.১১৩. ৫১০.০০.০০.২১৪.২০১৪/ড্রেঃ (আর এন্ড ডি) সাঃ, তারিখঃ ২৪/১২/২০১৪ ইং) ডিএনডি এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করা ঢাকা ওয়াসার পক্ষে সম্ভব নহে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ডিএনডি প্রকল্পটি হস্তান্তরের লক্ষ্যে গত ২১/০১/২০১৫ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, "ডিএনডি সেচ প্রকল্পের ঢাকা জেলাধীন অংশের দায়িত্ব ঢাকা (দক্ষিণ) সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়নগঞ্জ জেলাধীন অংশের দায়িত্ব নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করবে"। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে বাপাউবো কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গকে বিভক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। ২৩/০৩/২০১৫ তারিখে প্রকল্প হস্তান্তরের জন্য সমঝোতা স্মারক (খসড়া) বাপাউবো হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পাসম হতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। **২২/০২/২০১৬ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "**Emergency Drainage of Stagnant water from DND Project area by installation & operation of water pump project" শীর্ষক প্রকল্পের ৩বছর মেয়া**দী** ২৪.৯৫ কোটি টাকা**র** ডিপিপি **১৫/০৫/২০১৬** তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে Drainage improvement of Dhaka, Narayangonj, Demra (DND) Project (Phase-2) **শীর্ষক প্রকল্পের ৫৫৮.০০** কোটি টাকা**র** ডিপিপির ওপর গত ০৫/০৫/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**
৫।	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবো'র বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছাসে ভেঙ্গে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরি কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে স্থান দুটিতে ভাঙ্গা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
			সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৭৪			এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৫ কোটি টাকা) Climate Change Trust Fund এর আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক ২২/০১/২০১৩ তারিখে ১৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত কাজের **অগ্রগতি ৮৫%। সংশোধিত ডিপিপির আলোকে প্রকল্পটি জুন ২০১৬ তে সমাপ্ত হবে। উল্লেখ্য যে, গত ২১/০৫/২০১৬ তারিখে ঘুর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে বাস্তবায়িত কাজের প্রায় ৩০% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।** **"চট্টগ্রাম জেলায় সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা কাজ" শীর্ষক প্রকল্পের ১৯৬.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি ০৮/০৫/২০১৬ তারিখে বাপাউবো থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের প্রজ্ঞাপনের আলোকে (৫০% - ৬০%)ড্রেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ১৩/৬/১৬ তারিখে বাপাউবোতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম মাঠ দপ্তরে চলমান রয়েছে।**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬।	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৫১			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ১.২৬৬ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে সমাপ্ত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি সুষ্ঠূভাবে সম্পন্ন করতে আরও ৪.৭৫ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন মর্মে মাঠ পর্যায় হতে জানা গেছে। যার জন্য অতিরিক্ত ৭১.২৪ কোটি প্রয়োজন হবে। চলতি (২০১৪-১৫) অর্থ-বছরে এই কাজের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ৫৮০ মিটার তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। **অবশিষ্ট কাজ সীমান্ত নদী প্রকল্পের ৪১ ও ৪২ ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উল্লিখিত ডিপিপি'র আওতায় প্রতিশ্রুতিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ০৯/০৯/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। পাসম হতে ০৭/১২/২০১৫ তারিখে সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের ৪৩৮.৫৫ কোটি টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।**
৭।	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ হইতে চন্ডিমারী পর্যন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২.৮৬৩ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)'' এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৮।	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
৯।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা । (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৪				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ''ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ২৭/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিলোমিটারসহ মোট ২২ কিলোমিটার যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজও সম্পন্ন হয়েছে। ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং ড্রেজড স্পয়েল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে।
১০।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১২/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপির আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষে ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতসহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বর্ণিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১২।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য ''খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প'' শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল খনন, ২.০০ কিঃমিঃ নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইস নির্মাণ, ১টি লং বুম ক্রয় ইত্যাদি কাজ জুন/২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
১৩।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/২০১১)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে ''চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ'' প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ''Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)'' প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন, ২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৪।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শনকালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/২০১০)	২৮/০২/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ'' প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ০.৫০ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গানরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৪				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার ''চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ (বাস্তবায়নকাল জুন/২০১২ হতে জুন/২০১৪; প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৯ কোটি টাকা)'' শীর্ষক প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টি ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৯/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ০৮/১০/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু বিষয়ক কারিগরি কমিটির সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপিত হলে Feasibility Study ও EIA প্রতিবেদনসহ পুনরায় দাখিলের সিদ্ধান্ত হয়। তদানুযায়ী প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ১৮/১১/২০১২ তারিখে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক শুধুমাত্র বেড়ীবাঁধ নির্মাণের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পের ভৌত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৬।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৪/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৭।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/২০১০)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৮।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১১				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** নির্দেশিত এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় খাল খনন করে নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের মধ্যকার অনেক দিনের পুরানো স্লুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশরোধকল্পে গেইটগুলি ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
১৯।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পূনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের ওপর স্লুইসগেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের ওপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইসগেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২১।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-		কাজের জন্য জমি প্রাপ্তি	সমাপ্ত হিসাবে ধার্য্য করা	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি - সমাপ্ত হিসাবে ধার্য** তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মান প্রকল্পটিতে ২০১১-১২ ইং অর্থবছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২টি প্যাকেজে সর্বমোট (২৪.৩২ + ১৩.৬৩) = ৩৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটির "গৌরীপুর-হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মানের জন্য ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে দুইটি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। যথাসময়ে ঠিকাদার কাজ শুরু করে। কিন্তু বাঁধের এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কোনরূপ জমি হুকুম দখল ছিলনা। ঠিকাদার কর্তৃক কিছু পরিমান কাজ করার পর এলাকার জমির মালিক ও স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা প্রদান করে। জনসাধারনের সাথে ঠিকাদারের লোকজনের সংঘর্ষের কারণে হাইকোর্টে মামলা হয়। মামলার রীট পিটিশন নং- ৭৪১২/২০১২। ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রীট পিটিশন মামলাটির এখনও কোনরূপ নিষ্পত্তি হয় নাই। জমি হুকুম দখল করে পুনরায় কাজটি করা যায় কিনা অথবা কাজটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করার জন্য একটি কারিগরি টিম গত ০২-০৯-২০১৫ তারিখে সাইট পরিদর্শন করে এবং যথানিয়মে একটি রিপোর্ট প্রদান করে। প্রকল্প এলাকার গ্রস এরিয়া ১২০০ হেক্টর (প্রায়)। প্রকল্প এলাকাটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গোমতী নদী, পূর্বে গৌরীপুর-হোমনা সড়ক এবং উত্তরে লোয়ার তিতাস নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত (সূচক ম্যাপ সংযুক্ত)। প্রস্তাবিত প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় লোয়ার তিতাস নদীর তীরে কোনপ্রকার বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১২০০ হেক্টরের প্রকল্প এলাকা রক্ষার জন্য একদিকে অর্থাৎ শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীর বরাবর বাঁধ দেয়া হলে প্লাবনের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে লোয়ার তিতাস নদীর তীরেও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং কিছু পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর সংস্থান রাখারও প্রয়োজন হবে। উক্ত প্রকল্প এলাকাকে বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে ছোট খাটো পোল্ডার বিবেচনায় অধিকতর সমীক্ষার মাধ্যমে নতুন করে প্রকল্প প্রস্তাবনা করতে হবে। বর্তমান বিদ্যামান প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হলেও প্রকল্পের সুফল বহন করতে সমর্থ হবে না। অতএব, কারিগরি/হাইড্রোলজিক্যাল দিক বিবেচনায় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিলোমিটার বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হলে কোনপ্রকার ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারবে না বলে প্রতীয়মান।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৫				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৫%** কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য ''কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন'' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২.০০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পাসম এর মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; যা ০৭/০৩/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ৭৯.৬৩ কিঃমিঃ খালের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪১.৫০ কিঃমিঃ খাল খননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। **২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৮.১৩ কিঃমিঃ খাল খননের কাজ লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এরমধ্যে ৩৩.৫০ কিঃমিঃ খনন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবতার নিরীখে অবশিষ্ট ৪.৬০ কিঃমিঃ অংশ খনন করা সম্ভব নয়। প্রকল্পটির ভৌত কাজ সমাপ্ত।** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এর প্রকিউরম্যান্ট প্ল্যান অনুযায়ী গত ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ-বছরে ৬টি প্যাকেজে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ২২টি খালের ৪১.৫০৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে খাল পুনঃখনন কাজ সমাপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ-বছরে ১৪টি খালের ২১.৫৭৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু কোন খাল এবং খালের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে হুকুম দখলকৃত ভূমি না থাকায় এবং অনেক খালের শেষ প্রান্তে আবাদি জমি থাকায় স্থানীয় মারমুখী জনগণের প্রচন্ড বাঁধার কারণে ২১.৫৭৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১৬.৪৮৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আদালতের সমন জারীর কারণে ৪টি খালের ৫.০৯ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ করা সম্ভব হয় নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষয়োক্ত তথ্যে প্রদত্ত প্রকল্পটির অবশিষ্ট ৪.৬০ কিঃমিঃ এর স্থলে বাস্তবে ৪টি খালে ৫.০৯ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ৫.০৯ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের অনেকাংশ ভরাট হয়ে ফসলি জমির আকার ধারণ করেছে। ঐ সমস্ত স্থলে বর্তমানে জনগণ ফসল আবাদ করছে। এছাড়াও উক্ত অংশের খালের উজানে ভাল ঢাল রয়েছে, ফলে কোন প্রকার জলাবদ্ধতা হয় না। যেহেতু প্রকল্পটি একটি নিষ্কাশন প্রকল্প সেহেতু অনায়াশে নিষ্কাশন চলছে বিধায় প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত ৫.০৯ কিঃমিঃ পুনঃখনন না করা হলে প্রকল্পে নিষ্কাশনে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩।	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৬	এডিপিভুক্ত ১৯.৬০			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** বর্ণিত প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ শিরোনামে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়-১৯.৬০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- ডিসেম্বর/২০১২ হতে জুন/২০১৬) ২৪/১০/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমান অর্থ-বছরে ৫.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
২৪।	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ২২৬.০৫			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৬.১০%** আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৬.০৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭) ০৫/০২/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ৫৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
২৫।	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/২০১১)	**৩০/০৬/২০১৭**	এডিপিভুক্ত ২৭৪.১৮			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪১.৫১%** ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী গত ২৩-০৪-২০১১ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফরকালে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলে প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই বাছাই এর পর গত ১৬/১০/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় "পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৬৫৫১.১৪ লক্ষ (একশত পঁয়ষট্টি কোটি একান্ন লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১২ ইং হতে জুন, ২০১৫ইং মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫৫১.১৪ লক্ষ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ব্লক ডাম্পিং বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস করে ড্রেজিং খাতে ৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখে প্রকল্প পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং ১৯/১২/২০১২ তারিখে একনেকের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং Oblique Flow এর কারণে ডিজাইন সংশোধিত হয়। সংশোধিত ডিজাইন ও পরিবর্তিত Schedule of Rates অনুসারে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। বিগত ২১/১০/২০১৪ তারিখে মোট ২৭৪১৮.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ৬.২২০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২.৭০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৭৫০০.১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বাপাউবো ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। আগামী ২০/০৯/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ওপর সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে যাচাই সভা হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			সবুজপাতাভুক্ত ক্রমিক ১৬০			খ) ''চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং'' শীর্ষক প্রকল্পের ওপর বিগত ১৫-০৯-২০১৩ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রি-একনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে প্রস্তাবিত ১ টি রাবার ড্যাম নির্মানসহ ৩০.০০ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখননসহ সেচের আওতাভূক্ত জমির পরিমান, পানির প্রাপ্যতা এবং রিজার্ভারে পানির স্থায়িত্বকাল ও ধারন ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা করে প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়ণ করে প্রকল্প প্রস্তাব পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্তে পরামর্শক দল হিসাবে IWM কে বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং **ফাইনাল ফিজিবিলিটি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। যার আলোকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম (প্রাক্কলিত মূল্য ১৭৭.৭৫ কোটি) প্রকল্পের ডিপিপি ০২/০৬/২০১৬ তারিখে বাপাউবো থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 02/08/2016 তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রাক যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়।**
২৬।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ৭৩.৮৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬২.২৩%** মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৩৮২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জানু/২০১৪ হতে জুন/২০১৭) "ভৈরব নদী পুনর্খনন" প্রকল্পের ডিপিপি ১১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৪-২০১৪ তারিখের স্মারকে প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার ভৈরব নদী পুনঃখনন কাজ ৭০৬৫.৫১ লক্ষ টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) **বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী পরিচালিত ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জকে নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় হতে গত ১১/০১/২০১৫ তারিখে অনুমোদন করা হয়।** ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জকে ২২/০১/২০১৫ তারিখে (NOA) প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী ২২.৮০ কিঃমিঃ (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘনমিটার মাটি) নদী খনন কাজ শুরু করা হয়েছে। কাজটি জুন, ২০১৭ সালে সমাপ্ত হবে। **প্রকল্পের মুল কাজ জানুয়ারী/২০১৫ হতে শুরু হয়েছে এবং চলমান রয়েছে।**
২৭।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০২০ (সংশোধিত অনুমোদিত)	এডিপিভুক্ত ৯৪৪.০৯	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ১৭.৮৪** শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং কাজ বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। ড্রেজিং সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদানের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে পত্র দেয়া হয়েছে কিন্তু বিআইডব্লিউটিএ থেকে অদ্যাবধি কোন তথ্যা পাওয়া যায়নি। "বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে আওতায় নতুন ধলেশ্বরী, পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদী খননের সংস্থান রয়েছে। শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী খনন কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						বিআইডব্লিউটিএ এর আওতাধীন। নতুন ধলেশ্বরী, পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদীর উপর LGED, R&H এবং রেলওয়ের ২২টি ব্রিজ রয়েছে। ব্রিজগুলোর নিচে খনন করলে ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন হবে এবং নদী উৎসমূখে নদী খনন করলে অদুর ভবিষ্যতে নদীটি ভরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় প্রকল্পটি যে অবস্থায় যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সে অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষনার জন্য সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও প্রয়োজনীয় স্টাডি সম্পন্ন করে নতুন একটি প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক দাতা সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ/বাস্তবায়নেরও সিদ্ধান্ত হয়। ডিপিপি গত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রক্কলিত ব্যয় ১১২৫৫৯.৩৩ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। অপরদিকে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ১৫/০৯/২০১৫ তারিখে ১৭২২.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পিডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন ১৫/১১/২০১৫ তারিখে পিডিপিপিটির ওপর নীতিগত সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।
২৮।	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৬	এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৭.৯০% (প্রকল্পের)** প্রতিশ্রুত সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত নদীটি কংস নদী নয়, প্রকৃতপক্ষে বর্ণিত দৈর্ঘাংশের নদীটি টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর পর্যন্ত পাটনাইগাং, সুলেমানপুর হতে লালপুর পর্যন্ত পুরাতন আপার বলাই এবং লালপুর হতে গাগলাজুরী পর্যন্ত সুরমা-বলাই নদী নামে পরিচিত। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০.০০ কিঃমিঃ অর্থাৎ উক্ত দৈর্ঘাংশের নদীর নাম পাটনাইগাং, পুরাতন বলাই ও নিউ সুরমা বলাই নদী। আলোচ্য দৈর্ঘাংশের মধ্যে ১৬.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের পুরাতন বলাই নদীর ড্রেজিং এর জন্য হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন চলতি প্রকল্পভূক্ত রয়েছে, যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর হতে ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট দৈর্ঘাংশের খননের নিমিত্ত বোর্ড হতে ২৬/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই উক্ত কারিগরী কমিটি হতে বর্ণিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। শীঘ্রই কারিগরী কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। উক্ত কারিগরী প্রতিবেদনের আলোকে অবশিষ্ট দৈর্ঘাংশের নদী খননের পরবর্তী তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কংস নদীটি গাংলাজোর হতে মহোনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোণা জেলা সদর পর্যন্ত ভিন্ন নদী। যা IWTA কর্তৃক বর্তমানে ড্রেজিং করা হচ্ছে।
২৯।	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৬	এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৭.৯০% (প্রকল্পের)** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় যাদুকাটা নদীর আনোয়ারপুর হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর পর্যন্ত অংশটি ''আপার বৌলাই নদী'' হিসেবে খননের জন্য ৫২.০০ কিঃমিঃ নকশা অনুমোদিত হয়েছে। নকশা অনুসারে মোট ১৮.০০ কিঃমিঃ খনন প্রয়োজন। কিন্তু ডিপিপিতে

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						১১.০০ কিঃমিঃ খনন কাজের সংস্থান রয়েছে। বিভাগীয় ড্রেজারের সংকটের কারণে বর্তমান অর্থ-বছরে ১১.০০ কিঃমিঃ খনন কাজ (বা অংশ বিশেষ) হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট (১৮-১১) = ৭ কিঃমিঃ নদী খনন কাজ আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করে কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।
৩০।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৬	*এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৭.৯০% (প্রকল্পের)** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় যাদুকাটা হতে রক্তি নদী আপার বৌলাই নদীর ১৬.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিংয়ের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তৎমধ্যে যাদুকাটা অংশে ৬.১২৫ কিঃমিঃ এবং রক্তি অংশে ৬.০০ কিঃমিঃ আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে সংস্থান রয়েছে। রক্তি নদীর ৬.০০ কিঃমিঃ খনন ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন এডিপিভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও পিছিয়ে পড়া প্রকল্পের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায় ও কৌশল নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২৩/০৩/২০১৫ তারিখে সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ ● ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করতে হবে। ● প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প বিধায় বৎসরওয়ারী বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। ● প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড অফিসে পর্যাপ্ত জনবল ও অন্যান্য লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি করতে হবে। ● ডিজাইন ডাটা প্রেরণ ও ডিজাইন কাজ পূর্বের আর্থিক বৎসরে সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে কাজ চলমান রয়েছে। *প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আরো ৩ বছর সময় বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে পাসম হতে ১৮/০৫/২০১৬ তারিখে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। আইএমইডি হতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। যা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩১।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৮ (প্রস্তাবিত)	এডিপিভুক্ত ৬৩৩.৭২			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৭.২%** ''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ০৮/০৫/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৩৩৭২.১৪ লক্ষ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						টাকা। আগষ্ট, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় ৮৫০০.৯৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৭.২০%। চলতি অর্থ-বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বাপাউবো ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক ১৪.৭০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ ও ১৪টি village platform with compartment dyke নির্মান কাজ চলমান রয়েছে। ড্রেজিং কার্যক্রম চালাতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল না থাকায় ড্রেজিং কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে এবং লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে প্রতিদিন কম সময়ে ড্রেজার কার্যরত থাকায় কাজের অগ্রগতি কম হয়। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরনের জন্য ১৯/৭/২০১৬ তারিখে প্ররিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা'' প্রকল্পে প্রধান অঙ্গ নদী খনন কাজে বর্তমান পর্যায়ে কোন Excavator ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র ড্রেজারের মাধ্যমে নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির 2য় প্রধান অঙ্গ Village Platform এর Village dyke/Ring Badh নির্মাণে Excavator ব্যবহার করা হচ্ছে।
৩২।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০)	৩০/০৬/২০১৭ (প্রস্তাবিত)	এডিপিভুক্ত ২৮৬.১১			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭১.৭১%** সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি মূল্য ২৬১৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা প্রকল্পের গ্রস এরিয়া ১০২০০০ হেক্টর এবং উপকৃত এলাকা ৭৫০০০ হেক্টর । প্রকল্পের আওতায় ৯০ কিঃমিঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননসহ শাখা খাল এবং টিআরএম অংশের কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান আছে। ২০১১-২০১২ সালেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। গত ২৩/০৪/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি (১ম) অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় ২৮৬১১.৫০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাস্তব ৪৯.২১% এবং আর্থিক ১০৮৭৩.২১ লক্ষ টাকা। সর্বমোট ৮৫.০০ কিঃমিঃ নদী খনন কাজের মধ্যে ২২.০০ কিঃমিঃ নদী খনন (পূর্ণ) এবং ৩০.০০ কিঃমিঃ (আংশিক) খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান অর্থ-বছরে অবশিষ্ট নদী খনন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তৎসঙ্গে TRM কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১.০০ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ, ৮টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো এবং TRM কার্যক্রম চলমান থাকবে। প্রকল্প সমাপ্তির পরও TRM কার্যক্রম চলমান থাকবে। কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের আওতায় ৮৫ কিঃমিঃ নদ খননের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত আছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৪০ কিঃমিঃ অংশে খনন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৫ কিঃমিঃ অংশে খনন কাজের জন্য ২০১৫ সালে ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট কাজ সম্পাদিত করে জুন,২০১৭ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হবে।
৩৩।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	৩০/০৬/২০২০	এডিপিভুক্ত ১৫৫.৮৮			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.২৬%** "তিতাস নদী পুনঃখনন" প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা) ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে কারিগরী, সামাজিক,

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮.০৫.২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ ডিসেম্বর/২০১৩ এ সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত DPP গত ৩১/০৮/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। **বিগত ০৬/১০/২০১৫ তারিখে ECNEC সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৫/১১/২০১৫ তারিখে জিও জারী করা হয়েছে। এ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে ১৫০০.০০ কোটি বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটিতে ১/৯/২০১৬ তারিখে ৩৭৫ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে।**
৩৪।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করা। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০৩৮.০১৮. ০২. ০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	৩০/০৬/২০২০	এডিপিভুক্ত ২৮২.৮৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.৩৫%** ''বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প'' শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্পটি পুনঃপ্রস্তাবের নিমিত্তে ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৩ তে final report পাওয়া গিয়াছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পূনর্গঠিত ডিপিপি ০২/১১/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। **মন্ত্রণালয়ে গত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৩/০২/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০/০৮/২০১৫ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার আলোকে গত ১১/১০/২০১৫ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল হয়েছে। ২৮২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত** ''বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের **ডিপিপি ০৫/০১/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির পূর্তকাজ বিপিএম পদ্ধতির বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৫।	''যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা'' (ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)		সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৪৭			''যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা'' (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.১৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল-জানুয়ারি/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ডিসেম্বর/২০১২ তে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূঞাপুরকে রক্ষার জন্য তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ কাজের অতিঝুকিপূর্ণ অংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে **"টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলী বাড়ী ব্রিজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প"** শীর্ষক প্রকল্পের ১১৭.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করে ০২/০৩/২০১৫ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ডিপিপিটির ওপর গত ১৩.০৫.২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপিটি পুনর্গঠনে WARPO এর ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ড্রেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে ১৬/০৯/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪/১০/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত পাপ্তির আলোকে ০৫/১১/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৫/১১/২০১৫ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ১৮/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত Apprisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পিইসি সভার জন্য ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা যাবে।**
৩৬।	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)					সন্দ্বীপ-উড়িরচর নোয়াখালী এলাকায় গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ৪টি ক্রসড্যাম স্থাপনের সমীক্ষা করা হয়েছে। ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িরচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর সন্দ্বীপ, ৪) সন্দ্বীপ-উড়িরচর। এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ক্রমিক ৩৬ এ উল্লেখ রয়েছে।
৩৭।	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-				ক্রমিক নং-৩৫ এর বর্ণনামতে ৪টি ক্রসড্যামের মধ্যে ১ম পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম (এ্যাপ্রোচ রোডসহ) নির্মাণের ৬৮৩.১৭ কোটি টাকার ব্যয় প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট দাখিল করা হয়। বিশ্বব্যাংক অর্থায়নের নিমিত্তে প্রকল্পের অনুকূলে যে সম্ভাব্যতা যাচাই হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে **"১ম পর্যায়ে উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের পর এটির Sustainability পর্যবেক্ষণ করে ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"**। সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পুনরায় উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম এর বিস্তারিত সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উক্ত ক্রসড্যামটি বাস্তবায়িত হলে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী এলাকার মরফোলজিক্যাল আমূল পরিবর্তন হবে বলে অনুভূত হয়। বিগত সময়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী (SUN) ক্রসড্যাম নির্মাণের জন্য যে সমস্ত সমীক্ষা হয়েছে তাতে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় আসেনি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটি সন্দ্বীপ এলাকায় ক্রসড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়ে Mathematical Modeling Institute এর সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ ষ্টাডি করা প্রয়োজন বলে মনে করে।
৩৮।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১২৪			''কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর ড্রেজিং'' শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ **১২৬.৭০** কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ০৫/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২৫.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত **''কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও ড্রেজিং (১ম পর্যায়)''** শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৯/১২/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে এবং ১৫/০১/২০১৫ তারিখে এর যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত **১১/০১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মেয়াদকাল পরিবর্তন, ওয়ারপো'র ছাড়পত্র, স্টিয়ারিং কমিটির ফরমুলেশন ও পরিবেশের ছাড়পত্র গ্রহণ করে ২৪/০৫/২০১৬ তারিখে মনস্ত্রালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে ০১/০৬/২০১৬ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত।**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৯।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-				''কক্সবাজার শহর রক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্পটির ওপর বিগত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার আলোচনা শেষে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সভাপতিত্বে ৫টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বিগত ২৩/১১/২০১৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত নভেম্বর মাসের উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত জনপ্রতিনিধিসহ সকল বিভাগের প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে ''কক্সবাজার শহর রক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্পটি জেলার পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।** পাসম হতে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবহিত করা হয়েছে।
৪০।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh'' শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর ''Pannel of Experts'' এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে ''Pannel of Experts'' এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant **কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্টর আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর সর্বমোট ২৮৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৮৬৮.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।** **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ড্রেজিং বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।**
৪১।	ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী	-	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৭২			অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় "Detail Feasebility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin" শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/২০১০)					৩০/০৪/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে "Drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin" (৩৪৯.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত) শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ০৫.০২.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে। **পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক খনন কার্যক্রম ম্যানুয়াল এর পরিবর্তে এক্সকাভেটরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য মাঠ দপ্তরে ডিপিপি পুনঃদাখিলের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাঠ দপ্তর হতে ৩০৬.৮৭ কোটি টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৭/০৮/২০১৫ তারিখে পাসমতে দাখিল করা হয়। গত ০১/১১/২০১৫ তারিখে যাচাই সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২৮/১২/২০১৫ তারিখে বোর্ডে দাখিল হয়েছে। ১১/০১/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ২৭/০৩/২০১৬ তারিখে Apprisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে PEC সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন ১৩/০৬/২০১৬ তারিখে (২৭২.৮১ কোটি) বাপাউবো কৃর্তক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।**
৪২।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একয়োগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৬৫			ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙ্গনরোধ প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯.৭৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা ২৬/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অফিসে প্রেরণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় এ মুহূর্তে প্রকল্প অনুমোদন করা সম্ভব নয় বলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু রেজিলিয়েন্স ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। **ভোলা জেলার ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকল্পে তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের ১৩৩.৭০ কোটি টাকার ডিপিপিটি পুনর্গঠনপূর্বক ১৩/০৫/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত ডিপিপির ওপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের যাচিত তথ্যের আলোকে বাপাউবো'র জবাব ২৭/১০/২০১৫ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। গত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১/০১/২০১৬ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে হালনাগাদ ব্যয় প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করে কারিগরি রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কারিগরি কমিটির হালনাগাদ রিপোর্ট সম্প্রতি বাপাউবো হতে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে।**
৪৩।	তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে ''কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প; (প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৯০৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৫)'' শিরোনামে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। বাপাউবো হতে ১৪.৯.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৭/০২/২০১২ তারিখে প্রকল্পের ওপর পানি মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২৬.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল এবং ২৭.২.১২ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ডিপিপি ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। সমীক্ষার জন্য ২৪টি নদী ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট "Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report এর ওপর "Pannel of Experts" এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। "Pannel of Experts" এর মতামতের ভিত্তিতে Main Consultant **কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া** Technical Committee **কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে তিতাস নদীর সর্বমোট ৫৭.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪৭.০৮ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১১৫২.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ড্রেজিং বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কমিটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।**
৪৪।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-				''সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের'' ডিপিপির ওপর (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭.৪৪ কোটি টাকা) ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা পাসমতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পুনরায় প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৩/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৮৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে বাপাউবো'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভায় অর্থের স্বল্পতার বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে অবহিত করা হয়েছে। **প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই সাথে বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণকালে দেখা যায় ২০১২ সালের প্রস্তাবিত কাজ এবং এর বিপরীতে প্রাক্কলিত অর্থ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেড়ীবাঁধটি হাওর এলাকা সংলগ্ন হওয়ায় ঢেউয়ের আঘাতে বাঁধের অনেক অংশে ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে গেলে ১টি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন এবং তার সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। গত ২৭/০৭/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ০৩/০৩/২০১৬ তারিখে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট দাখিল হয়েছে, যা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। রিপোর্টের আলোকে প্রয়োজনীয় ডিজাইন এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ায় পর ডিপিপি দাখিল করা যাবে।**
৪৫।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	-	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৬৪			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ পুনঃখননের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ডিপিপি যাচাই বাছাই করতঃ পুনর্গঠিত করে ১৯/০৬/২০১২ তারিখে বাপাউবো থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাব ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড হতে অর্থায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাপাউবো কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪৮.৮৫ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						১৭/০৯/২০১৫ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে গত ০৮/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই কারিগরি রিপোর্ট দাখিল করা হবে। যার আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। গত ১০/১২/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখে ৫৭০০.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি বাপাউবো কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। উক্ত ডিপিপি ২৫/০২/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত নেই জানিয়ে ২১/০৩/২০১৬ তারিখে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
৪৬।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/২০১০)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ ইং তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে মেঘনা (আপার), মেঘনা (লোয়ার) ও ডাকাতিয়া নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর "Pannel of Experts" এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে "Pannel of Experts" এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant **কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া** Technical Committee **কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্টের আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর সর্বমোট ৩৬২.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ১২৮.৯২ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৭১২৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।** **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ড্রেজিং বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কমিটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।**
৪৭।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৪০			"চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি (প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সিডিউল দর অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক (প্রকল্প ব্যয়-৮৬.৯৫ কোটি টাকা) মাঠ দপ্তর হতে পানি উন্নয়ন বোর্ডে দাখিল করা হয়। ১৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৪/০১/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						যায়। **বর্ণিত প্রকল্পের বিষয়ে ০৪/০২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/০৫/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।** গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভূক্ত করে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়। যার আলোকে ০৬/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারিগরি কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।
৪৮	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/২০১০)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট "Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর "Pannel of Experts" এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে "Pannel of Experts" এর মতামত পাওয়া গিয়েছে যার ভিত্তিতে Main Consultant **কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া** Technical Committee **কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর সর্বমোট ৪৬৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪০২.৪১ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ২৬১২৬৩.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।** **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ড্রেজিং বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কমিটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।**
৪৯।	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা। (বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায়; তারিখঃ ১২/১১/২০১৫)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি "যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা" এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড Capital (Pilot) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ পর্যন্ত ২২.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ করেছে। এর ফলে ১৬.৫ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধারসহ নদীর উক্ত অংশে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম পর্যায়) প্রকল্পে যমুনা নদীতে সিরাজগঞ্জ জেলায় ০.০০ কিঃমিঃ হতে ২৬.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৬.৫০ কিঃমিঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						অংশে এবং বগুড়া জেলার ২৬.০০ কিঃমিঃ হতে ৫০.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭.০০ কিঃমিঃ অংশে ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে। এছাড়া সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রক্রিয়াধীণ প্রকল্পসমূহে ৫.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে। এছাড়া ''Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগনের সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON সমীক্ষার কাজ সম্পাদন করে। সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে **ব্রহ্মপুত্র-যমুনা** নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। **সমীক্ষা রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর ২৩০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২১৩.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ২৪৪৩২৮.৫৬ কোটি টাকা প্রয়োজন।** **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিকে বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ড্রেজিং বিষয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কমিটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।**

(হোসনেআরা আক্তার)
উপ-সচিব
☎: ৯৫৪০৯৩১
E-mail: mowrdevelopment5@gmail.com